

উডলট/স্ট্রীপ (স্বল্পমেয়াদী) বাগানের খাড়াগাছ/জন্মকৃত/বাজেয়াগুত/ঝড়েপড়া/বিভাগীয় পর্যায়ে আহরিত বনজন্মব্যবিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

০১। মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
০২। এজেন্সী	ঃ বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।
০৩। দরপত্র আহ্বানকারী	ঃ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বন বিভাগ, সিলেট।
০৪। দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বন বিভাগ, সিলেট।
০৫। কাজের নাম	ঃ সিলেট বন বিভাগের আওতাধীন (মৌলভীবাজার / সিলেট/ হবিগঞ্জ / সুনামগঞ্জ জেলায়) সামাজিক বনায়নের আওতায় সৃজিত মেয়াদ উত্তীর্ণ বাগানের (উডলট/ স্ট্রীপ/কৃষিবন ইত্যাদি) খাড়াগাছ/ জন্মকৃত/বাজেয়াগুত/ঝড়েপড়া/বিভাগীয় পর্যায়ে আহরিত লটসমূহ বিক্রয়।
০৬। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও তারিখ	ঃ ০২/সিলেট/খাড়াগাছ/জন্মকৃত/বাজেয়াগুত/ঝড়েপড়া/বিভাগীয় পর্যায়ে আহরিত/২০২৬-২০২৭/০১, তারিখ-০৬/১০/২০২৬ খ্রিঃ।
০৭। দরপত্র পদ্ধতি	ঃ সীল্ড টেন্ডার।
০৮। দরপত্র প্রচারের তারিখ	ঃ ০৬/১০/২০২৬ খ্রিঃ।
০৯। দরপত্র ক্রয়ের শেষ তারিখ	ঃ ২৬/১০/২০২৬ খ্রিঃ।
১০। দরপত্র বিক্রয়ের স্থান	ঃ বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট এর কার্যালয়; বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় (সদর রেঞ্জ); জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার/ হবিগঞ্জ/ সুনামগঞ্জ জেলা; রেঞ্জ কর্মকর্তা, সিলেট/ কালেক্টা/ রঘুনন্দন/ শায়েস্তাগঞ্জ/ সারী/ রাজকান্দি/ জুরী/ বড়লেখা/ মৌলভীবাজার/ কুলাউড়া রেঞ্জ ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কুলাউড়া, শেখঘাট, মৌলভীবাজার এসএফএনটিসি এর কার্যালয় হতে সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত, অফিস চলাকালীন সময়ে।
১১। দরপত্র জমাদানের স্থান, তারিখ ও সময়	ঃ বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট এর কার্যালয়; বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট; জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার/ হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ জেলা। তারিখ- ২৭/১০/২০২৬ খ্রিঃ, ১০:০০ ঘটিকা হতে ১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
১২। দরপত্র বাস্তব খোলার স্থান, তারিখ ও সময়	ঃ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট। তারিখ-২৮/১০/২০২৬ খ্রিঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকা।
১৩। দরপত্র সিডিউলের মূল্য	ঃ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা অফেরতযোগ্য।
১৪। দরপত্র দাতার যোগ্যতা	ঃ সিলেট বন বিভাগের হাল নাগাদ তালিকাভুক্ত মহালদার।
১৫। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য	ঃ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট; সহকারী বন সংরক্ষকের কার্যালয়, শ্রীমঙ্গল/হবিগঞ্জ/ সুনামগঞ্জ; রেঞ্জ কর্মকর্তার কার্যালয়, সদর/সিলেট/সারী/কালেক্টা/রঘুনন্দন/শায়েস্তাগঞ্জ/রাজকান্দি/জুরী/বড়লেখা/ কুলাউড়া/ মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ রেঞ্জ ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কুলাউড়া, শেখঘাট, মৌলভীবাজার এসএফএনটিসি-র কার্যালয় হতে সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত, অফিস চলাকালীন সময়ে জানা যাবে।
১৬। কাজের বিবরণ (লটের তালিকা)	ঃ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে রক্ষিত বাগানের তফসিল।

শর্তাবলী

- ০১। দরপত্র দাতাকে নির্ধারিত হুকপত্র সম্বলিত দরপত্র সিডিউল যথাযথভাবে পূরণ করে প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর পূর্বক সীলবদ্ধ খামে প্রতিটি লটের জন্য পৃথক পৃথক দরপত্র দাখিল করতে হবে।
- ০২। প্রতিটি লটের জন্য দরপত্র সিডিউল দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত দপ্তর সমূহ হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরপত্র মূল্য বাবদ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) পরিশোধ করে দরপত্র সিডিউল সংগ্রহ করতে হবে।
- ০৩। দরপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজ-পত্রাদি সংযুক্ত করতে হবে :-
 - ক) সিডিউল ক্রয়ের মূল রশিদ।
 - খ) জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
 - গ) সাম্প্রতিক ভোলা পাসপোর্ট আকারের এক কপি রশিদ সত্যায়িত ছবি।
 - ঘ) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
 - ঙ) হালনাগাদ আয়কর পরিশোধের সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
 - চ) মহালদারী তালিকাভুক্তির হালনাগাদ সত্যায়িত কপি।
 - ছ) লটের জামানত বাবদ তফসিলি ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত বিডি/পে-অর্ডারের মূল কপি।
 - জ) যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত আর্থিক স্বচ্ছলতার হালনাগাদ সনদ।
 - ঞ) মহালদারগণ যে সকল রেঞ্জ/এসএফএনটিসি'র লট ক্রয় করতে ইচ্ছুক সে সকল রেঞ্জ/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পূর্বে কোন বকেয়া নাই মর্মে প্রত্যয়ন পত্র।
- ০৪। প্রয়োজনে দরপত্রের সাথে প্রদেয় সনদপত্র /প্রত্যয়নপত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের মূলকপি দেখাতে হবে। যা যাচায়ের পর ফেরৎ প্রদান করা হবে প্রয়োজন বোধে কোন সনদপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে সততা যাচাই করা হবে।

- ০৫। দরপত্র দাতাকে যে কোন তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট মূলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বন বিভাগের বরাবরে প্রতিটি লটের বিপরীতে (Pledged to D.F.O, Sylhet) দাখিলকৃত দরের ২৫% হারে টাকা বায়না হিসাবে জমা দিয়া মূল কপি দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। কৃতকার্য দরদাতা ব্যতীত অন্যান্য দরপত্র দাতার বায়নার টাকা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের পরে ফেরৎ দেয়া হবে।
- ০৬। ইচ্ছুক দরপত্র দাতাগণ অবশ্যই দরপত্র দাখিলের পূর্বে মার্কাকৃত খাড়া গাছের লটগুলি সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এসএফএনটিসি/বিট কর্মকর্তার সহিত যোগাযোগ করে সরজমিনে দেখে নিবেন। লট না দেখার অজুহাতে বনজঙ্গলের ভালমন্দ সমন্ধে পরে কোন ধরনের ওজর আপত্তি আইনত গ্রাহ্য হবে না।
- ০৭। কৃতকার্য দরপত্র দাতা বনাঞ্চলের মধ্যে কার্য সম্পাদনের জন্য বনাঞ্চলে বা লট এলাকায় যে সমস্ত শ্রমিক, শ্রমিক প্রতিনিধি, পাহারাদার, গাড়ী চালক বা তার পক্ষে কার্য পরিচালনার জন্য যে সমস্ত লোক নিয়োগ করবেন তাদের তালিকা, প্রত্যেকের NID কপি, স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের সনদপত্র সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তার মাধ্যমে অত্র কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে এবং অত্র কার্যালয় হতে অনুমতি গ্রহণ পূর্বক কার্য সম্পাদনের জন্য বনাঞ্চলে প্রবেশ করতে হবে।
- ০৮। দরপত্র দাতাকে/লট ক্রেতাকে প্রতিটি লটের কেবলমাত্র মার্কাকৃত খাড়া গাছ উহার নীচের অংশে প্রদত্ত/অঙ্কিত গাছের ক্রমিক নম্বর/ডিজিট নম্বর, হাতুড়ী চিহ্ন ইত্যাদি অটুট রেখে করাতে দ্বারা সমতলে কাটতে হবে।
- ০৯। যদি কার্যাদেশ প্রদান কালীন সময়ের মধ্যে কোন কারণ বশতঃ সরকার কর্তৃক লটের গাছ কর্তন বন্ধ ঘোষণা করা হয় তবে অত্র দরপত্রের সকল কার্যক্রম তাৎক্ষণিক ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে নিম্নস্বাক্ষরকারী কাহারও নিকট কোন কারণ দর্শাইতে বাধ্য থাকবেন না বা কোন আইন আদালতের আমলেও আসবে না।
- ১০। দরপত্র দাতাকে প্রতি লটের জন্য পৃথক পৃথক দরপত্র সিডিউল ক্রয় করে দরপত্র দাখিল করতে হবে এবং নির্ধারিত স্থানে লটের মূল্য স্পষ্ট অক্ষরে অংকে ও কথায় উল্লেখ পূর্বক প্রতি পাঠায় স্বাক্ষর করতে হবে এবং খামের উপর লট নং উল্লেখ করতে হবে।
- ১১। প্রাপ্ত দরপত্রে দরপত্র দাতা কর্তৃক উদ্ধৃত লটের মূল্য পৃথক পৃথক ভাবে পর্যালোচনা/মূল্যায়ন করতে হবে।
- ১২। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরপত্র দাতার উদ্ধৃত দর গ্রহণের বিষয়টি দরপত্রদাতাকে অবহিত করার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উদ্ধৃত দরের সমুদয় টাকা এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আয়কর ও ভ্যাটসহ নগদে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসএফএনটিসি-র নিকট জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ে লটের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে বায়নার টাকা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং পুনরায় দরপত্র আহবান করা হবে। পুনরায় দরপত্র আহবানের ফলে সরকারের যদি কোন আর্থিক ক্ষতি হয় তা হলে উক্ত ক্ষতি প্রথম দরপত্র দাতার নিকট হতে পি. ডি. আর অ্যাক্টের আওতায় বকেয়া রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হবে। এতে দরপত্রদাতার কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য করা হবে না।
- ১৩। লটের সমুদয় অর্থ পরিশোধের মূল রশিদসহ সংশ্লিষ্ট লট ক্রেতার আবেদনের প্রেক্ষিতে কার্যাদেশ (Work Order) প্রদান করা হবে।
- ১৪। দরপত্র দাতাগণকে কার্যাদেশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে লটের সাকুল্য গাছ কেটে স্থানান্তর করতে হবে অন্যথায় উহা সরকারি সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে এবং উহার উপর ক্রেতার কোন দাবী দাওয়া গ্রাহ্য হবে না। উপরন্তু গাছ/কাঠ অপসারণে বিলম্বিত কারণে পুনঃ বাগান সৃজনে কোন প্রকার জটিলতা সৃষ্টি বা বিঘ্ন ঘটলে বা সরকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলে উহার জন্য ১২নং শর্তে বর্ণিত পি.ডি.আর অ্যাক্টের আওতায় সার্টিফিকেট মামলা রুজু পূর্বক উহা আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। লট কর্তনের সময়সীমা বাড়ানো কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন।
- ১৫। বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যাদেশ (Work Order) ব্যতিরেকে কোন দরপত্র দাতা লটের গাছ কর্তন ও আহরণ/অপসারণ করতে পারবেন না।
- ১৬। দরপত্রদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত সর্বোচ্চ দর/মূল্য গ্রহণ করা বা না করা মূল্যায়ন কমিটির বিবেচনাধীন। এই জন্য কমিটি কারও নিকট কোন কারণ দর্শাতে বাধ্য থাকবেন না।
- ১৭। সংশ্লিষ্ট লটের বিপরীতে জমা কৃত বায়নার অর্থ ঐ একই লটের বিক্রয় মূল্যের সাথে সমন্বয় করা যাবে। সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এসএফএনটিসি/সহকারী বন সংরক্ষকের সুপারিশসহ কার্য সমাপ্তির প্রতিবেদন (Completion Report) দাখিল না করা পর্যন্ত বায়নার টাকা অবমুক্ত (Released) করা হবে না।
- ১৮। কৃতকার্য দরপত্রদাতা/লট ক্রেতাকে তার নিজ খরচে খাড়া গাছ কর্তন ও অপসারণ/পরিবহন করতে হবে। গাছ পরিবহনের সময় বন বাগানের ভিতর কোন পুরাতন রাস্তা থাকলে তাহা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতি স্বাপেক্ষে ব্যবহার করা যাবে। তবে বনাঞ্চলের ভিতর দিয়া কোন রাস্তা নতুন ভাবে তৈরী করতে পারবেন না অর্থাৎ গাছ পরিবহনের সময় বন বিভাগের কোন রাস্তাঘাট, গাছ-পালার ক্ষতি বা অন্য কোন বাগানের ভিতর দিয়া নতুন কোন রাস্তা তৈরী করতে পারবেন না। বাগানের গাছ কর্তন/পরিবহন কালে রাস্তা/বাথ/ রেলপথ ইত্যাদি স্থাপনার এবং প্রতিটি লটে মা গাছ হিসাবে সংরক্ষিত গাছের কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি হলে উহা সংশ্লিষ্ট সংস্থার দাবী অনুসারে ক্ষতিপূরণ/মেরামত করে দিতে দরদাতা/লটক্রেতা বাধ্য থাকবেন। এতদ্বিষয়ে বন বিভাগ কোন প্রকার দায়-দায়িত্ব বহন করবেন না।
- ১৯। কোন অবস্থাতেই মার্কা বিহীন কিংবা মার্কিং তালিকা বহির্ভূত কোন গাছ এবং মা গাছ হিসাবে চিহ্নিত গাছ কর্তন করা যাবে না। যদি কোন লটক্রেতা মার্কা বিহীন কিংবা মার্কা বহির্ভূত কোন গাছ বা মা গাছ কর্তন করেন তবে তাকে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত উক্ত গাছের বাজার মূল্যের পাঁচগুন অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হবে।
- ২০। ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার উর্ধ্বের দরপত্র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষে গ্রহণ করা হবে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত লটের কাজ আরম্ভ করতে দেয়া হবে না।
- ২১। তফসিলে বর্ণিত কাঠের / বনজঙ্গলের জাত, মাপ, পরিমাণ ও অবস্থা সঠিক বলে মেনে নিতে হবে। লটের খাড়াগাছের মার্কিং তালিকায় উল্লেখিত কাঠের /বনজঙ্গলের আনুমানিক পরিমাণের সহিত আহরণকৃত কাঠ /বনজঙ্গলের পরিমাণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে উহার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কোন প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান বা ঘাটতি পূরণে বাধ্য থাকবেন না।
- ২২। কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হতে লটের বনজঙ্গলের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার ক্রেতার উপর বর্তাবে। যদি কোন দৈব-দুর্বিপাকে, বন্যায়, আগুনে পুড়ে বা অন্য কোন গোলযোগে লটের কোন ক্ষতি হয় বা গাছ চোর কর্তৃক, গাছ/বনজঙ্গল চুরি হয় তার জন্য বন বিভাগ দায়ী থাকবে না এবং ঐ ক্ষতিপূরণ দাবী করলে তা আইনত অগ্রাহ্য হবে।

- ২৩। বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিত কোন দরপত্র দাতার প্রতিনিধি (Agent) নিযুক্ত করতে পারবেন না। দরপত্র দাতাকে তার প্রতিনিধি ও মজুরের জন্য স্থানীয় রেঞ্জ কর্মকর্তার নিকট হতে বনে প্রবেশের অনুমতি পত্র নিতে হবে এবং তার প্রতিনিধি বা মজুর কোন বেআইনী কাজ করলে দরপত্র দাতা তজ্জন্য দায়ী থাকবেন এবং বন আইন ১৯২৭ (সংশোধিত ২০০০) এর বিধান অনুসারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ২৪। দরপত্র দাতার খরিদকৃত লটের চতুর্দিকে ১(এক)কিঃ মিঃ ব্যাসার্ধের মধ্যে বিদ্যমান বাগান সমূহের বনের কোন বনজদ্রব্য চুরি বা খোয়া গেলে তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট দরপত্র দাতা/লট ক্রেতাকে দায়ী করা হবে।
- ২৫। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারী করার পর লটের গাছের তালিকায় (মার্কিং লিষ্টে) কোনরূপ ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে নিম্নস্বাক্ষরকারী দরপত্র দাখিলের দিন বা তৎপূর্বে/পরে উহা সংশোধন করতে পারবেন।
- ২৬। কার্যাদেশে বর্ণিত তারিখ হতে লটের গাছ কর্তনের মেয়াদ আরম্ভ হবে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের পর কোন অবস্থাতেই লটের বিক্রিত কোন গাছ-পালা রাখা যাবে না। উক্ত তারিখের পরে যে সমস্ত গাছ লটের ভিতরে থাকবে তাহা সরকারি সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে এবং দরপত্র দাতাকে না জানিয়ে (বিনা নোটিশে) সরকারি বাগান করার জন্য ঐ সকল গাছ বন বিভাগ সরকারি ভাবে কাটার বন্দোবস্ত করতে পারবেন। এতে দরপত্র দাতার কোন ক্ষতি হলে বন বিভাগ দায়ী থাকবে না।
- ২৭। বিভিন্ন সালের সৃজিত বাগানের সীমানা আলকাতরা বা অন্য কোন রং দ্বারা চিহ্নিত গাছ-পালা থাকলে সেইগুলি নিম্নস্বাক্ষরকারীর প্রতিনিধি/রেঞ্জ কর্মকর্তার সরেজমিনে পরিদর্শনাতে নির্দেশক্রমে কাটতে এবং আহরণ করতে হবে। ব্যর্থতায় অন্য কোন লটের ক্ষতি হলে বা কাটলে ক্রেতা আইনতঃ দণ্ডনীয় হবেন এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।
- ২৮। লট ক্রেতা দরপত্রে উল্লেখিত কোন শর্ত ভঙ্গ করলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ দিতে দরপত্র দাতাগণ বাধ্য থাকবেন বা পি. ডি.আর. গ্র্যাণ্টের আওতায় আদায় যোগ্য হবে।
- ২৯। এই দরপত্রের শর্তে যাই উল্লেখ থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও দরপত্র দাতাগণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইন কানূনের আওতাভূক্ত থাকবেন।
- ৩০। বিক্রিত লটের গাছ কাটা ও টুকরা করার পর স্থানান্তরিত করার পূর্বে কাঠের এক মাথায় নিজ নিজ মালিকানা হাতুড়ী (Property Hammer) চিহ্ন দিবেন এবং কাঠের অন্য মাথায় স্থানীয় রেঞ্জ কর্মকর্তার দ্বারা বিক্রয় মার্কা হাতুড়ী (Sale Hammer) ছাপ গ্রহণ করতে হবে। বিক্রয় মার্কা হাতুড়ী ছাপ ব্যতিত কোন কাঠ স্থানান্তর করা যাবে না ও এরূপ করলে তাহা বন অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। লট এলাকায় কাঠ চিড়াই করা যাবে না। লট ক্রেতা ইচ্ছা মাম্বিক যে কোন স্থানে আহরিত কাঠের স্টক ডিপো স্থাপন করতে পারবেন না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে নিরাপদ দূরত্বে উহা স্থাপন করা যেতে পারে।
- ৩১। একটি লটের বিপরীতে একাধিক ক্রেতা একই দর (যাহা গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ দর) উদ্ধৃত করলে তাহা গ্রহণযোগ্য হলে লটারীর মাধ্যমে কৃতকার্য দরদাতা নির্বাচিত করা হবে।
- ৩২। লটক্রেতা কর্তৃক বাস্তবে প্রাপ্ত কাঠ/জ্বালানীর পরিমাণ দরপত্র সিডিউল/দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পরিমাণের চেয়ে বেশি হলে ক্রেতাকে অতিরিক্ত কাঠ/বল্লী/জ্বালানীর পরিমাণ লিখিত ভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে জানাতে হবে এবং ঐ অতিরিক্ত কাঠ বা জ্বালানী মূল্য দরপত্র উদ্ধৃত কাঠ, বল্লী ও জ্বালানীর উদ্ধৃত মূল্য অনুযায়ী পরিশোধ করতে হবে এবং বিক্রয় মার্কার পর উহা অপসারণ করার অনুমতি প্রদান করা হবে। বিক্রয় মার্কা ছাপ প্রদানের অনুপযোগী কোন জ্বালানী আহরণ করা যাবে না।
- ৩৩। কোন দরপত্রদাতা তার কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন না। যদি প্রত্যাহার করেন তবে তাহার বায়নার টাকা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং এতে সরকারের কোন ক্ষতি হলে তার বিরুদ্ধে ১২নং শর্তের বিধান অনুযায়ী একই ভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৩৪। ইতিপূর্বে যেসব লটক্রেতা/দরপত্রদাতা যারা নিলামের শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লটের সমুদয় টাকা পরিশোধ করা, গাছ কর্তন, অপসারণ,বিধি মোতাবেক স্থানান্তর করতে সমস্যার সৃষ্টি করেছেন তাদের (দরপত্রদাতা) দরপত্র গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন এবং তজ্জন্য কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শাইতে বাধ্য নহেন।
- ৩৫। বিক্রিত লটের দ্রব্যাদি অপসারণ বা স্থানান্তর করতে হলে বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১১, যথাযথ ভাবে মেনে চলতে হবে এবং মালামাল আন্তঃ জেলায় পরিবহন করতে হলে সিও/ষ্টক টি,পি এর অনুবলে বিভাগীয় কার্যালয় অথবা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে স্ব স্ব রেঞ্জ কার্যালয় হতে টি,পি (ট্রানজিট পাশ) গ্রহণ করতে হবে।
- ৩৬। লট হতে আহরিত কাঠ ডিপোজাত করণের জন্য লটক্রেতাকে ডিপো স্থাপনের ভূমির ম্যাপ,পার্চসহ সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা এবং সহকারী বন সংরক্ষকের সুপারিশ সহকারে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করতে হবে অনুমোদিত ডিপো ব্যতীত অন্য কোন স্থানে উহা মুজুদ/ডিপোজাত করা যাবে না এবং উহা বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১১ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।
- ৩৭। এ বিক্রয় নোটিশে মুদ্রণ জনিত বা অন্য কোনরূপ ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা সংশোধন করা নিম্নস্বাক্ষরকারীর সম্পূর্ণ এখতিয়ারভূক্ত।
- ৩৮। দরপত্রদাতা আহরিত কোন কাঠ লটের পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে বা অস্থায়ী ডিপোতে স্থানান্তর করলে তাহা (D-From) এর মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। উক্ত (D-From) বিভাগীয় কার্যালয় হতে অনুমোদন করে নিতে হবে।
- ৩৯। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির উপসীলে বর্ণিত লটসমূহ বিক্রয়ের জন্য কোন দরপত্র পাওয়া না গেলে বা উহা বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত একই অনুমোদিত শর্তে পরবর্তীতে পুনরায় দরপত্র আহবান, দরপত্র সিডিউল বিক্রয় এবং দরপত্র গ্রহণের তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করতঃ দরপত্র আহবান করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকবে।

- ৪০। টেন্ডার গ্রহণের তারিখে দৈব-দুর্বিপাক বা অন্য কোন কারণে টেন্ডার কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হলে পরের দিন আর্থিং পরবর্তী কার্যদিবসে/অফিস খোলার তারিখে টেন্ডার গ্রহণ করা হবে।
- ৪১। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর পর হতে দরপত্র গ্রহণের সময়কালের মধ্যে প্রয়োজন হলে লটের তালিকা সংশোধন/সংযোজন/বিরোধজন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।
- ৪২। ইতো পূর্বে যার / যাদের নামে বন মামলা বা সরকারী রাজস্ব আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা হয়েছে তিনি / তারা অত্র দরপত্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
- ৪৩। এছাড়া দরপত্রের অন্যান্য যাবতীয় তথ্যাদি অফিস চলাকালীন সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা / বিট কর্মকর্তার কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।
- ৪৪। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধে যে কোন সময় অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির যে কোন শর্ত বা শর্তাংশ পরিবর্তন/পরিবর্ধন এবং নতুন শর্ত সংযোজন করার ক্ষমতা রাখেন।
- ৪৫। দরপত্র দাতাকে অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সকল শর্তাবলী পূঙ্খানুপূঙ্খভাবে মেনে চলতে বাধ্য থেকে দরপত্র দাখিল করতে হবে।
- ৪৬। এই দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কোন শর্তের ব্যাখ্যা বা দরপত্রের বিষয়ে উত্থাপিত কোন প্রশ্নে বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে।

(মোহাম্মদ আবদুর রহমান)

পরিচিতি নং-১৩২৪৭

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

সিলেট বন বিভাগ, সিলেট

ফোনঃ ০২-৯৯৬৬৩২৫০৮

ই-মেইল :- dfosylhet@yahoo.com

০৬/১০/২০২৬

তারিখ- ০৬/১০/২০২৬ খ্রি:।

স্মারক নং-২২.০১.০০০০.৬৭২.১৭০০১.২৬. ৫৪২৩

সদয় অবগতি/অবগতি ও বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি নিম্নলিখিত মহলে প্রেরণ করা হল। (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ০১। প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ০২। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
- ০৩। উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, পরিকল্পনা উইং/সামাজিক বনায়ন উইং, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ০৪। বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন, মহাখালী ঢাকা। স্মারক পত্র-১৯৫৬, তারিখ: ০৩/০৮/২০২৬খ্রি:। এ' প্রসঙ্গে যুগোসূত্র উল্লেখ্য।
- ০৫। বন সংরক্ষক চট্টগ্রাম/খুলনা/রাঙ্গামাটি/বগুড়া/যশোর/সামাজিক বন অঞ্চল/কোষ্টাল অঞ্চল।
- ০৬। জেলা প্রশাসক, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ।
- ০৭। পুলিশ সুপার, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ।
- ০৮। সকল বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বন বিভাগ।
- ০৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ।
- ১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ।
- ১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ।
- ১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এল, জি, ই, ডি, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ।
- ১৩। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ।
- ১৪। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা----- উপজেলা।
- ১৫। সহকারী বন সংরক্ষক, সিলেট সদর, শ্রীমঙ্গল, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ, সিলেট বন বিভাগ, সিলেট।
- ১৬। রেঞ্জ কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা.....রেঞ্জ/এসএফএনটিসি, সিলেট বন বিভাগ,সিলেট।
- ১৭। সংশ্লিষ্ট উপকারভোগী সমিতির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক।
- ১৮। নোটিশ বোর্ড/ওয়েব সাইড।
- ১৯। মেসার্স -----

(মোহাম্মদ আবদুর রহমান)

পরিচিতি নং-১৩২৪৭

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

সিলেট বন বিভাগ, সিলেট

ফোনঃ ০২-৯৯৬৬৩২৫০৮

ই-মেইল :- dfosylhet@yahoo.com

০৬/১০/২৬